

💵 জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ পবিত্রতা (ওয়্ ও তায়াম্মুম) রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মুযাফফর বিন মুহসিন

(১২) প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় পৃথক পৃথক দু'আ পড়া

ওয়র প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় পৃথক পৃথক দু'আ পড়তে হবে মর্মে আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি কোন দলীল পেশ করেননি। অন্য শব্দে একটি জাল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

يَا أَنسُ ادْنُ مِنِّيْ أُعَلِّمْكَ مَقَادِيْرَ الْوُضُوْءِ فَدَنَوْتُ فَلَمَّا أَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ فَلَمَّا اَسْتَنْشَقَ قَالَ اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِيْ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ فَلَمَّا تَوَضَّأً وَاسْتَنْشَقَ قَالَ اللَّهُمَّ لَقِنِيْ حُجَّتِيْ وَلاَ يَحْرِمْنِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ فَلَمَّا غَسَلَ وَجْهَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَيّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ فَلَمَّا أَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَيّض وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوْهٌ فَلَمَّا أَنْ غَسَلَ قَدَمَيْهِ أَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ فَلَمَّا أَنْ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا بِرَحْمَتِكَ وَجَنِّبْنَا عَذَابَكَ فَلَمَّا أَنْ غَسَلَ قَدَمَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا بِرَحْمَتِكَ وَجَنِّبْنَا عَذَابَكَ فَلَمَّا أَنْ غَسَلَ قَدَمَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا بِرَحْمَتِكَ وَجَنِّبْنَا عَذَابَكَ فَلَمَّا أَنْ غَسَلَ قَدَمَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا بِرَحْمَتِكَ وَجَنِّبْنَا عَذَابَكَ فَلَمَّا أَنْ غَسَلَ قَدَمَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا بِرَحْمَتِكَ وَجَنِّبْنَا عَذَابَكَ فَلَمَّا أَنْ غَسَلَ قَدَمَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا بِرَحْمَتِكَ وَجَنِّبْنَا عَذَابُكَ فَلَمَّا أَنْ غَسَلَ قَدَمَيْهِ قَلْلَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِى يَوْمَ تَزِلْ فِيْهِ الْأَقْدَامُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذَىٰ بَعَثَنِى بِالْحَقِّ يَا أَنسُ مَا مِنْ عَبْدِ قَالَهَا عِنْدَ وَضُوْبُهِ لِمُ الْعَلَى مَلِكًا يُسَبِّحُ اللهَ بِسَبْعِيْنَ لِسَانًا يَكُوْنُ ثُوابُ ذَلِكَ التَسْبُيْحِ إِلَى الْمَا الْقَيَامَةِ.

রোসূল (ছাঃ) বলেন) হে আনাস! তুমি আমার নিকটবর্তী হও, তোমাকে ওযূর মিরুদার শিক্ষা দিব। অতঃপর আমি তার নিকটবর্তী হলাম। তখন তিনি তাঁর দুই হাত ধৌত করার সময় বললেন, 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল হামদুল্লা-হি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি'। যখন তিনি ইস্তিঞ্জা করলেন তখন বললেন, 'আল্লা-হুম্মা হাচ্ছিন ফারজী ওয়া ইয়াস্পিরলী আমরী'। যখন তিনি ওযূ করেন ও নাক ঝাড়েন তখন বললেন, 'আল্লা-হুম্মা লাক্কিনী হুজ্জাতী ওয়ালা তারহামনী রায়েহাতাল জান্নাতি'। যখন তার মুখমণ্ডল ধৌত করেন তখন বললেন, 'আল্লা-হুম্মা বাইয়িয় ওয়াজহী ইয়াওমা তাবইয়াযু্য উজূহুওঁ'। যখন তিনি দুই হাত ধৌত করলেন তখন বললেন, 'আল্লাহুম্মা আ'ত্বিনী কিতাবী ইয়ামানী'। যখন হাত দ্বারা মাসাহ করলেন তখন বললেন, 'আল্লা-হুম্মা আগিছনা বিরহমাতিকা ওয়া জান্নিবনা আযাবাকা'। যখন তিনি দুই পা ধৌত করলেন তখন বললেন, 'আল্ল-হুম্মা ছাবিবত কাদামী ইয়াওমা তাথিল্ল ফীহি আক্রদাম'।

অতঃপর তিনি বলেন, হে আনাস! ঐ সন্তার কসম করে বলছি, যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, যে বান্দা ওয় করার সময় এই দু'আ বলবে, তার আঙ্গুল সমূহের ফাঁক থেকে যত ফোঁটা পানি পড়বে তার প্রত্যেক ফোঁটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একজন করে ফেরেশতা তৈরি করবেন। সেই ফেরেশতা সত্তরটি জিহবা দ্বারা আল্লাহর তাসবীহ বর্ণনা করবেন। এই ছওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে।[1]

তাহকীক : বর্ণনাটি জাল। এর সনদে উবাদা বিন ছুহাইব ও আহমাদ বিন হাশেমসহ কয়েকজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী, নাসাঈ, দারাকুৎনীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছও তাদেরকে পরিত্যক্ত বলেছেন। ইমাম নববী বলেন, এই বর্ণনাটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।[2]



ফুটনোট

[1]. তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৩২; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ, পৃঃ ১৩, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, হা/৩৩।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=1810

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন